গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস
শিক্ষা শাখা
www.dmlc.gov.bd

নম্বর-২৩.২২.০০০০.০১৮.০৪.০৩২.২৫-৩৮১

তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩
১৩ মে ২০২৬

বিষয়: **বিভাগীয় মামলা নং ০৩২/২০২৫ এ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসঙ্গে।**

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৩২/২০২৫ এর বিষয়ে তদন্ত করার জন্য জনাব মুহাম্মদ আল-আমিন, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, যশোর সেনানিবাস-কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ করা হলো।

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), ২০১৮ এর ১১ বিধি মোতাবেক তদন্তপূর্বক আগামী ১১ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযোজন: অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী- ০২ কপি।

১৩/০৫/২০২৬
(ফারহানা তারান্নুম মাসুদ)
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা)
ফোন: ৮৭১৫৬৯৭
E-mail: eduof@dmlc.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ আল-আমিন
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
যশোর সেনানিবাস

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

পিএ টু ডিজি, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস
শিক্ষা শাখা
www.dmlc.gov.bd

স্মারক নং-২৩.২২.০০০০.০১৮.০৪.০৩২.২৫-২৫১

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪৩২
১৬ মার্চ ২০২৬

বিষয়: জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুকরণ।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ/অনিয়ম করেছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়; এবং

১। যেহেতু, আপনি ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৭৪৬ জন শিক্ষার্থীর নিকট হতে ছাত্র তহবিল ও অনুদান তহবিলের অনুকূলে ৮৪,৩৩,৯৫৩.০০ টাকা আয় করেছেন। উক্ত টাকার মধ্যে ৬২,৬৬,১৩৭.০০ টাকা ব্যয় করেছেন এবং স্থিতি আছে ২,৮৬,৯৫৩.০০ টাকা। অবশিষ্ট ১৮,৮০,৮৩৬.০০ টাকার তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া, নিয়মবহির্ভূতভাবে ১,৬৮,২৮৯.০০ টাকা খরচ করেছেন; এবং

২। যেহেতু, গত ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস চলেছে সর্বমোট ১৫১ দিন। এক্ষেত্রে বাস ভাড়া বাবদ ১৫১ দিনের ৪৮০০.০০ টাকা হিসেবে ৭,২৪,৮০০.০০ টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি পরিশোধ করেছেন ৭,৯০,০০০.০০ টাকা। অতিরিক্ত ৬৫,২০০.০০ টাকা ব্যাংক হতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও দৈনিক ভাড়ার হার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রকার চুক্তিনামা সম্পন্ন করেননি; এবং

৩। যেহেতু, মাই ক্যাম্পাস সফটওয়ারের প্রতিনিধিকে ২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে মার্চ ও এপ্রিল ২০২৫ মাসের বিল বাবদ ৪৮,১৮০.০০ টাকা পরিশোধ করা হলেও পুনরায় এপ্রিল ২০২৫ মাসের বিল পরিশোধের নিমিত্ত আপনি ২৯,৩৫৩.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন; এবং

৪। যেহেতু, আপনি শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড তৈরি বাবদ প্রত্যেকের নিকট হতে ১৫০.০০ টাকা হারে মোট ১,১৬,৭০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং প্রতি আইডি কার্ড তৈরিতে খরচ হয়েছে ৮৮.০০ টাকা করে সর্বমোট ৬৮,৪৬৪.০০ টাকা। অবশিষ্ট ৪৮,২৩৬.০০ টাকা কোন তহবিলে জমা করেননি। উপরন্তু উক্ত টাকা স্কুলের শিক্ষা সফরে খরচ করা হয়েছে মর্মে জানালেও খরচের স্বপক্ষে কোন নোটশীট/বিল ভাউচার দেখাতে পারেননি; এবং

৫। যেহেতু, আপনি ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্কুলের দীক্ষা অনুষ্ঠান বাবদ ছাত্র তহবিল হতে ২৫,৫০০.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। কিন্তু উক্ত টাকার নোটশীট/বিল ভাউচার সংশ্লিষ্ট ফাইলে পাওয়া যায়নি। এছাড়া, ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ১৭,৪৫৭.০০ টাকা এবং ১৩ মে ২০২৫ তারিখ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হতে ১৬,৭০৬.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন, যার বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি; এবং

৬। যেহেতু, আপনি সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিক্ষার ফি এর অতিরিক্ত ৫০০.০০ টাকা করে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করেছেন; এবং

৭। যেহেতু, সভাপতির অনুমোদনক্রমে অনুদান তহবিল থেকে পৃথক নোটশীটের মাধ্যমে টাকা উত্তোলনের বিধান থাকা সত্ত্বেও পৃথক নোটশীট ছাড়াই আপনি সরাসরি টাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়া, বাস ভাড়ার টাকা অনুদান ফান্ড হতে সমন্বয় করার জন্য রেজুলেশনে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বাস ভাড়া বাবদ টাকা আদায় করার কথা উল্লেখ না থাকলেও সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকেই প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট হতে আপনি ৭০০.০০ টাকা হারে নিয়মবহির্ভূতভাবে বাস ভাড়া আদায় করেছেন; এবং

৮। যেহেতু, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের গমণাগমনের জন্য বিসমিল্লাহ ট্রান্সপোর্ট থেকে ০২ টি বাস ভাড়ায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গত ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে ২৫,০০০.০০ টাকা এবং ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে ১০,০০০.০০ টাকা বাস ভাড়া বাবদ অর্থ বিসমিল্লাহ ট্রান্সপোর্টের পরিবর্তে মের্সাস সিফাত এন্টার প্রাইজকে আপনি পরিশোধ করেছেন। সিফাত এন্টার প্রাইজ মূলত এমইএস ঠিকাদার এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বাস ভাড়া বাবদ কোন টাকা গ্রহণ করেনি বলে নিশ্চিত করেছেন, এবং

৯। যেহেতু, আপনি ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ট্যাপ এ্যাকাউন্টের যে স্টেটমেন্ট তদন্ত আদালতের নিকট উপস্থাপন করেন উক্ত স্টেটমেন্টে স্থিতি টাকার পরিমাণ ৮,৬৯,৮৭৪.০০। কিন্তু ব্যাংক হতে একই সময়ে স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা হলে সেখানে স্থিতি টাকার পরিমাণ ২,০১,৬৯০.০০ টাকা; এবং

১০। যেহেতু, ছাত্র বেতন হতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ টাকা ক্যান্টনমেন্ট এ্যাকাউন্টস কোড ১৯৫৫ অনুচ্ছেদ ৬৯ এর বিধান অনুযায়ী জমা করার কথা থাকলেও আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ছাত্র বেতন বাবদ প্রাপ্ত ২০,৯২,১০৫.০০ টাকার মধ্যে হতে ১৩,৮৩,২১৩.০০ টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ফান্ডে জমা করেছেন। কিন্তু জমা করার ক্ষেত্রেও কোন নোটশীটের মাধ্যমে সভাপতির নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করেননি; এবং

১১। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস কর্তৃক ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ১৭,৪৫৭.০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হয়েছে যার বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি। এছাড়া, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি ফি বাবাদ আদায়কৃত ৪,৮২০.০০ যথসময়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তহবিলে জমা প্রদান করেননি; এবং

১২। যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

১৩। সেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধে আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত কর হলো। একই বিধিমালার (৪)(৩)(ঘ) বিধি অনুসারে কেন আপনাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না বা উক্ত বিধিমালার অধীনে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না তা উক্ত বিধিমালার ৭ (১)(খ) অনুযায়ী এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হলো। আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। যে অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণীত হয়েছে তা এ সাথে সংযুক্ত করা হলো।

(স্বাক্ষর) ১৩/১০/২৫

(শামীম আহম্মেদ)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮৭১১৫১০
E-mail: dg@dmlc.gov.bd

বর্তমানা ঠিকানা:

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রধান শিক্ষক
ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস
মোবাইল নং ০১৭১২-২১১২৮৮

স্থায়ী ঠিকানা:

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
পিতা-মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
গ্রাম-দুধল, ডাকঘর : কলসকাঠী পোস্ট কোড : ৮২৮৪
থানা : উপজেলা : বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল

অভিযোগ বিবরণী

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ/অনিয়ম করেছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ:

১। তিনি ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৭৪৬ জন শিক্ষার্থীর নিকট হতে ছাত্র তহবিল ও অনুদান তহবিলের অনুকূলে ৮৪,৩৩,৯৫৩.০০ টাকা আয় করেছেন। উক্ত টাকার মধ্যে ৬২,৬৬,১৩৭.০০ টাকা ব্যয় করেছেন এবং স্থিতি আছে ২,৮৬,৯৫৩.০০ টাকা। অবশিষ্ট ১৮,৮০,৮৩৬.০০ টাকার তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া, নিয়মবহির্ভূতভাবে ১,৬৮,২৮৯.০০ টাকা খরচ করেছেন;

২। ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস চলেছে সর্বমোট ১৫১ দিন। এক্ষেত্রে বাস ভাড়া বাবদ ১৫১ দিনের ৪৮০০.০০ টাকা হিসেবে ৭,২৪,৮০০.০০ টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পরিশোধ করেছেন ৭,৯০,০০০.০০ টাকা। অতিরিক্ত ৬৫,২০০.০০ টাকা ব্যাংক হতে নিয়ম বহিভূর্তভাবে উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও দৈনিক ভাড়ার হার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রকার চুক্তিনামা সম্পন্ন করেননি; এবং

৩। মাই ক্যাম্পাস সফটওয়ারের প্রতিনিধিকে ২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে মার্চ ও এপ্রিল ২০২৫ মাসের বিল বাবদ ৪৮,১৮০.০০ টাকা পরিশোধ করা হলেও পুনরায় এপ্রিল ২০২৫ মাসের বিল পরিশোধের নিমিত্ত তিনি ২৯,৩৫৩.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন;

৪। তিনি শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড তৈরি বাবদ প্রত্যেকের নিকট হতে ১৫০.০০ টাকা হারে মোট ১,১৬,৭০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং প্রতি আইডি কার্ড তৈরিতে খরচ হয়েছে ৮৮.০০ টাকা করে সর্বমোট ৬৮,৪৬৪.০০ টাকা। অবশিষ্ট ৪৮,২৩৬.০০ টাকা কোন তহবিলে জমা করেননি। উপরন্তু উক্ত টাকা স্কুলের শিক্ষা সফরে খরচ করা হয়েছে মর্মে জানালেও খরচের স্বপক্ষে কোন তিনি নোটশীট/বিল ভাউচার দেখাতে পারেননি;

৫। তিনি ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্কুলের দীক্ষা অনুষ্ঠান বাবদ ছাত্র তহবিল হতে ২৫,৫০০.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন। কিন্তু উক্ত টাকার নোটশীট/বিল ভাউচার সংশ্লিষ্ট ফাইলে পাওয়া যায়নি। এছাড়া, ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ১৭,৪৫৭.০০ টাকা এবং ১৩ মে ২০২৫ তারিখ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হতে ১৬,৭০৬.০০ টাকা উত্তোলন করেছেন, যার বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি; এবং

৬। তিনি সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিক্ষার ফি এর অতিরিক্ত ৫০০.০০ টাকা করে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে অর্থ আদায় করেছেন;

৭। সভাপতির অনুমোদনক্রমে অনুদান তহবিল থেকে পৃথক নোটশীটের মাধ্যমে টাকা উত্তোলনের বিধান থাকা সত্ত্বেও পৃথক নোটশীট ছাড়াই তিনি সরাসরি টাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়া, বাস ভাড়ার টাকা অনুদান ফান্ড হতে সমন্বয় করার জন্য রেজুলেশনে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বাস ভাড়া বাবদ টাকা আদায় করার কথা উল্লেখ না থাকলেও সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকেই প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট হতে তিনি ৭০০.০০ টাকা হারে নিয়মবহিভূর্তভাবে বাস ভাড়া আদায় করেছেন;

৮। ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের গমণাগমনের জন্য বিসমিল্লাহ ট্রান্সপোর্ট থেকে ০২ টি বাস ভাড়ায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গত ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে ২৫,০০০.০০ টাকা এবং ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে ১০,০০০.০০ টাকা বাস ভাড়া বাবদ অর্থ বিসমিল্লাহ ট্রান্সপোর্টের পরিবর্তে মের্সাস সিফাত এন্টার প্রাইজকে তিনি পরিশোধ করেছেন। সিফাত এন্টার প্রাইজ মূলত এমইএস ঠিকাদার এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বাস ভাড়া বাবদ কোন টাকা গ্রহণ করেনি বলে নিশ্চিত করেছেন;

৯। তিনি ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ট্যাপ এ্যাকাউন্টের যে স্টেটমেন্ট তদন্ত আদালতের নিকট উপস্থাপন করেন উক্ত স্টেটমেন্টে স্থিতি টাকার পরিমাণ ৮,৬৯,৮৭৪.০০। কিন্তু ব্যাংক হতে একই সময়ে স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা হলে সেখানে স্থিতি টাকার পরিমাণ ২,০১,৬৯০.০০ টাকা;

১০। ছাত্র বেতন হতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ টাকা ক্যান্টনমেন্ট এ্যাকাউন্টস কোড ১৯৫৫ অনুচ্ছেদ ৬৯ এর বিধান অনুযায়ী জমা করার কথা থাকলেও তিনি ছাত্র বেতন বাবদ প্রাপ্ত ২০,৯২,১০৫.০০ টাকার মধ্যে হতে ১৩,৮৩,২১৩.০০ টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ফান্ডে জমা করেছেন। কিন্তু জমা করার ক্ষেত্রেও কোন নোটশীটের মাধ্যমে সভাপতির নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করেননি;

১১। তিনি ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ১৭,৪৫৭.০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করেছেন যার বিল ভাউচার পাওয়া যায়নি। এছাড়া, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি ফি বাবাদ আদায়কৃত ৪,৮২০.০০ যথসময়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তহবিলে জমা প্রদান করেননি।

জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যশোর সেনানিবাস এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(শামীম আহম্মেদ)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮৭১১৫১০
E-mail: dg@dmlc.gov.bd